অর্থনীতির মৌলিক ধারণা
Basic Concepts of Economics

সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং অভাবের নির্বাচন থেকেই মানুষকে বিকল্প চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ আমরা যা চাই যখন তার সব আমাদের সামর্থের মধ্যে পরে না তখন বিদ্যমান অভাবসমূহের মধ্য থেকে আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু অভাব নির্বাচন করতে হয়। অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। এজন্য অর্থনীতিকে অনেক সময় পছন্দের বিজ্ঞানও বলা হয় যা মানুষের পছন্দ এবং এই পছন্দ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা ব্যাখ্যা করে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

* অর্থনীতির বিষয়বস্তু
* অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার
* সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা
* বাজার অর্থনীতি ও অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা।

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইতিবাচক ও নীতিবাচক অর্থনীতির পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

প্রথমেই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অর্থনীতি কেন পড়ি? বাস্তবে মানুষ বিভিন্ন কারণে অর্থনীতি পাঠ করে থাকে। অনেকে মনে করে অর্থনীতি পাঠে বাড়ী-গাড়ী, টাকা-পয়সা অর্জন করতে পারবে। আবার কেউ কেউ মনে করে অর্থনীতির চাহিদা ও যোগান বিধি, বাজার, মুদ্রাস্ফীতি এ ধারণাগুলো না বুঝলে তিনি মুর্খ থেকে যাবেন। তাছাড়া কিভাবে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অথবা কেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে আয় বণ্টনে অসমতা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এসব ধারণা সম্পর্কে জানতে অনেকেই অর্থনীতি পাঠে আগ্রহী হয়ে থাকেন।

অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of Economics)

সীমাবদ্ধ সম্পদের মাধ্যমে অসীম অভাব পূরণের উপায়সমূহের অধ্যায়নই অর্থনীতি। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রথমেই এডাম স্মীথ এর সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, "অর্থশাস্ত্র হচ্ছে পছন্দ নিয়ে আলোচনার বিজ্ঞান"। জন স্টুয়ার্ট মিল করে করেন, "অর্থশাস্ত্র হচ্ছে উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।"

পরবর্তীতে মার্শাল সম্পদের পরিবর্তে মানুষের কার্যকলাপের বা মানবিক কল্যাণের দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, "অর্থশাস্ত্র একদিকে যেমন সম্পদের আলোচনা করে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে।"

স্যামুয়েলসন বলেন, "অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি অধ্যয়নশাস্ত্র যা সমাজ কিভাবে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে এবং তা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বণ্টন করে তা আলোচনা করে।"

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা (Basic Economic Problem)

মানব জীবনে অভাব অসীম। কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সম্পদের দুষ্প্রাপ্রাপ্যতা (Scarcity) বিদ্যমান। অসীম অভাব ও সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা- এ দুয়ের পার্থক্যই হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকে অবশ্যই সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ধরি, সমাজে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা নেই। ফলে মানুষ তার আকাক্সখা পুরোটাই পূরণ করতে পারে। মানুষ তার আয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না। কেননা, সে যা চায় সবই পেয়ে থাকে। সরকারকে রাজস্ব আদায় বা ব্যয়ের খাত অথবা দুষণ নিয়ে সংগ্রাম করতে হয় না, অধিকন্তু মানুষ তার অবস্থান নিয়ে এত বেশী সন্তুষ্ট থাকে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আয়ের বণ্টন নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সকল দ্রব্যই মরুভূমির বালি কিংবা সমুদ্রের পানির মতো মুক্ত দ্রব্য (free good) হতে পারে। যার কোন বিনিময় মূল্য নেই। ফলস্বরূপ, বাজার হয়ে পড়ে অনাবশ্যকীয়।

কিন্তু বাস্তবে কোন সমাজই অসীম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। বাস্তব সমাজে সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা বিদ্যমান। এ কারণে অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic good) এর উদ্ভব হয়। যেসব দ্রব্যের বিনিময় মূল্য রয়েছে বা যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় সেগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্রব্য। মানুষের আকাক্সখা এবং এই আকাক্সখা পূরণের উপায়সমূহের মধ্যে অসমতাই হচ্ছে দুষ্প্রাপ্যতা। অসীম অভাব ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। যা আমাদেরকে দক্ষতা শব্দটির কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্থনীতিতে দক্ষতা (efficiency) হচ্ছে মানুষের অভাব ও প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সমাজে প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি (Microeconomics & Macroeconomics)

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে দুটি শাখায় বিভক্ত করা যয় ঃ ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি। দুটি ধারণাই দুস্প্রাপ্যতা সমস্যাটির জন্য অপরিহার্য। গ্রীক শব্দ Mikros অর্থ হচ্ছে "ছোট"। ব্যষ্টিক অর্থনীতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক নিয়ে কাজ করে এবং তা ব্যক্তি, পরিবার, উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অথবা বাজারও হতে পারে। অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতি দেখায় একক ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম ও বাজার কিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে। ব্যষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে একক দ্রব্য বা সেবার দাম ও পরিমাণ বিশ্লেষণ করা। ইহা আরও দেখায়, একক দ্রব্য বা সেবার দাম ও পরিমাণের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা কর কি প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ ঃ ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোন একটি ফার্ম কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য (ধরি, সিমেন্ট) এর দাম ও পরিমাণ নির্ধারণে উপকরণসমূহের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

অন্যদিকে, গ্রীক শব্দ Makros শব্দের অর্থ "বৃহৎ"। সামষ্টিক অর্থনীতিতে জাতীয় অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ, সামষ্টিক অর্থনীতি দেখায় কিভাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (economic system) সামগ্রিক ভাবে কাজ করে। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় আয়, নিয়োগস্তর, সাধারণ মূল্য স্তর, সামগ্রিক যোগান, সামগ্রিক ভোগ এসব বিষয় বিশ্লেষণ করা। সামষ্ট্রিক অর্থনীতি আরও দেখায়, সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন- সরকারী কর, সরকারী ব্যয়, সরকারের ঘাটতি ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি সামগ্রিক আয়, মুল্যস্তর এর উপর কি প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ ঃ বাংলাদেশের সকল মানুষের সামগ্রিক ভোগ বা দেশের মোট উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণের পেছনে যেসব শক্তি কাজ করে তা সামগ্রিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

আমরা যখন ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি তখন ইচ্ছাকৃতভাবে সামষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত বিষয়গুলো উপেক্ষা করি। অর্থাৎ সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট দামে বাজারে কি পরিমাণ সিমেন্টের যোগান দিবে তা নির্ধারণের সময় দেশে মুদ্রাস্ফীতি কিরূপ বা বেকারত্ব আছে কিনা তা বিবেচনা করি না। আবার সামষ্টিক অর্থনীতি পাঠের সময় অর্থাৎ জাতীয় আয়, নিয়োগস্তর আলোচনার সময় ভোক্তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো বিবেচনা করি না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখতে পারলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই বইটিতে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

অনুশীলন

নীচের বিষয়গুলোর কোনটি ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক এবং কোনটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বক্তব্য চিহ্নিত করুন ঃ

১. একটি পরিবার তার অর্জিত আয়ের কতটুকু সঞ্চয় করবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।
২. দেশের আমদানীর উপর সরকারী করের প্রভাব।
৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জাতীয় সঞ্চয়ের প্রভাব।
৪. একটি চিনির ফ্যাক্টরী কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

ইতিবাচক বনাম নীতিবাচক বিশ্লেষণ (Positive Vs. Normative Analysis)

অর্থনৈতিক নীতিসমূহ মূল্যায়নে এই সমস্ত নীতিসমূহ অর্থনীতির উপর কি প্রভাব ফেলে তথা একটি অর্থনীতি কিভাবে কাজ করে তা সম্পর্কে জানতে হবে। উৎপাদন, দাম, বিক্রয়, নিয়োগ, আয় এসব পর্যবেক্ষণমূলক চলক এর উপর অর্থনৈতিক নীতিসমূহের পরিবর্তন কি ধরনের প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে ইতিবাচক বিশ্লেষণ। অর্থাৎ ঘটনার বিবরণকে ইতিবাচক বিশ্লেষণ বলা হয়। এই বিশ্লেষণে নির্ধারণ করা হয় পরিকল্পনার পরিবর্তনের ফলে কে লাভবান হয় বা কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইতিবাচক বিশ্লেষণের বক্তব্য হচ্ছে "যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে"। উদাহরণস্বরূপ ঃ যদি পেঁয়াজ আমদানীর উপর কর আরোপ করা হয় তাহলে পেঁয়াজ এর দাম বেড়ে যাবে। সরকারী বিভিন্ন নিয়মনীতির পরিবর্তনের ফলস্বরূপ দাম, আয়, সুদের হার, মজুরী ইত্যাদির যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ সাপেক্ষে আমরা ইতিবাচক বক্তব্যকে গ্রহণ করতে পারি কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

ইতিবাচক বিশ্লেষণে বক্তার মূল্যবোধ কিংবা পছন্দ প্রতিফলিত হয় না। ইতিবাচক বিশ্লেষণ ফালাফল মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয় না।

উদাহরণস্বরূপ ঃ সরকারী বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রমের ইতিবাচক বিশ্লেষণ দেখায়, এসব কার্যক্রম থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয় উৎপাদনের উপর কল্যাণ কার্যক্রম কি প্রভাব ফেলে। কিন্তু এইসব কার্যক্রম ভাল না মন্দ, উচিত না অনুচিত তা নির্ধারণ করে না। নীতিবাচক বিশ্লেষণে কোন কাজের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত এ সমস্ত দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। নীতিবাচক বিশ্লেষণের বক্তব্য হচ্ছে, "এটা হওয়া উচিত / সেটা করা উচিত"। এই বিশ্লেষণে বক্তার মূল্যবোধ কিংবা পছন্দ প্রতিফলিত হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

অর্থনীতি কি? সীমাবদ্ধ সম্পদের মাধ্যমে অসীম অভাব পূরণের উপায়সমূহের অধ্যয়নই হচ্ছে অর্থনীতি। সম্পদ সীমিত, তাই মানুষ যা চায় অর্থনীতি তার সবটুকু উৎপাদন করতে পারে না। অর্থনৈতিক দ্রব্যসমূহের মধ্যে দুস্প্রাপ্যতা বিদ্যমান, যেসব দ্রব্যের বিনিময় মূল্য রয়েছে সেগুলো অর্থনৈতিক দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত। একটি সমাজ উৎপাদনের জন্য ঐসব দ্রব্য নির্বাচন করে যা সে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদন করতে পারে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এককভাবে কাজ করে। সামষ্টিক অর্থনীতি সমগ্র অর্থনীতির কার্যকলাপকে দেখায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

২। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটি ব্যাখ্যা করুন। ইহা সমাধানে কি করা প্রয়োজন?

৩। ইতিবাচক ও নীতিবাচক বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়? প্রতিটির ৩টি করে উদাহরণ লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কি কারণে অর্থনীতি পাঠ করি?

২। অর্থনীতির সংজ্ঞা লিখুন।

৩। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন।

১। মানুষের অভাব-

(ক) সীমিত (খ) অসীম

(গ) নেই (ঘ) কোনটিই নয়।

২। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে-

(ক) সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার প্রয়োজন (খ) সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন

(গ) সম্পদ কুক্ষিগত করা প্রয়োজন (ঘ) উপরের সবগুলো।

৩। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী-

(ক) ভোক্তা (খ) পরিবার

(গ) উৎপাদন প্রতিষ্ঠান (ঘ) উপরের সবগুলো

৪। সামষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত হচ্ছে-

(ক) ভোক্তার আয় (খ) একটি দ্রব্যের দাম

(গ) দ্রব্যের পরিমাণ (ঘ) জাতীয় আয়

পাঠ ২ অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- চিত্রে কিভাবে দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঢাল কি ও ঢালের পরিমাপ করতে পারবেন।
- টাইম সিরিজ চিত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই দুই বা ততোধিক চলকের (variable) মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার জন্য চিত্রের ব্যবহার করে থাকেন। চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ খুব সহজেই আপনাকে অর্থনীতি বুঝতে বা শিখতে সাহায্য করবে এবং একটি সুন্দর উপসংহারে পৌঁছে দিবে। চিত্র দেখায় কিভাবে একটি চলকের পরিবর্তনে (বৃদ্ধি বা হ্রাস) অপর চলকটি পরিবর্তিত হয়।

দ্বি-চলকবিশিষ্ট চিত্র (A Graph with two variables)

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে প্রায়ই আমাদের দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে হয়। যেমনঃ বাজারে পণ্যের দাম ও পরিমাণ কিংবা উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক। দ্বি-চলকবিশিষ্ট চিত্রে লম্ব অক্ষে একটি চলক দেখানো হয়। ইহাকে সাধারণত 'Y' প্রতীক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অন্য চলকটি হচ্ছে 'X' চলক যাকে ভূমি অক্ষে পরিমাপ করা হয়।

দুটি অক্ষের 'মুলবিন্দু' হচ্ছে এমন একটি বিন্দু যাকে 'O' দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং যেখানে X ও Y দুটির মান শূণ্য। ছক-১ এ আমরা X ও Y চলকের মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি। প্রথম কলাম থেকে X এর মানের প্রেক্ষিতে

২য় কলামে Y এর মান দেখানো হয়েছে। এখানে X এর মানের হ্রাস বৃদ্ধিতে Y এর মান পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ Y চলকের মান X চলকের মানের উপর নির্ভর করছে। ঠিক একইভাবে Y এর মান পরিবর্তনে X এর মান পরিবর্তিত হচ্ছে।

ছক ১ ঃ দ্বি চলক-বিশিষ্ট সরলরেখার উপাত্তসমূহ

X চলকের মান	Y চলকের মান	চিত্রে বিন্দুতে উপস্থাপন
১	২	A_1
২	৩	A_2
৩	৪	A_3
৪	৫	A_4

ছক-১ এর উপাত্তসমূহ (data) কে চিত্র ১.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্রে A_1 বিন্দুতে X = ১, Y =২। এই ১ ও ২

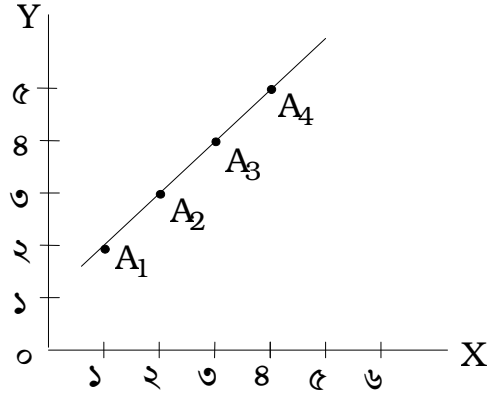

চিত্র ১.১ ঃ একটি সরলরেখা

সংখ্যা হচ্ছে A_1 বিন্দুর সহগ (co-ordinates), অর্থাৎ যখন কোন চিত্রে অক্ষদ্বয়ের উপর X ও Y এর মান দেখানো হয় তখন X ও Y এর মান দুটিকে সহগ বলা হয়। একইভাবে, যখন X =২, Y =৩ তখন এই সহগ দুটিকে A_2 বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়। চিত্রে A_3 বিন্দুতে X =৩, Y = ৪ এবং A_4 বিন্দুতে X =৪, Y =৫। A_1, A_2, A_3, A_4 বিন্দুগুলো যোগ করে একটি রেখা (line) অঙ্কন করা হয়েছে। এটি একটি সরলরেখা। কোন রেখা সরলাকৃতি বা বক্রাকৃতি উভয়ই ধরনের হতে পারে।

দুটি চলকের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive Relationship between two variables)

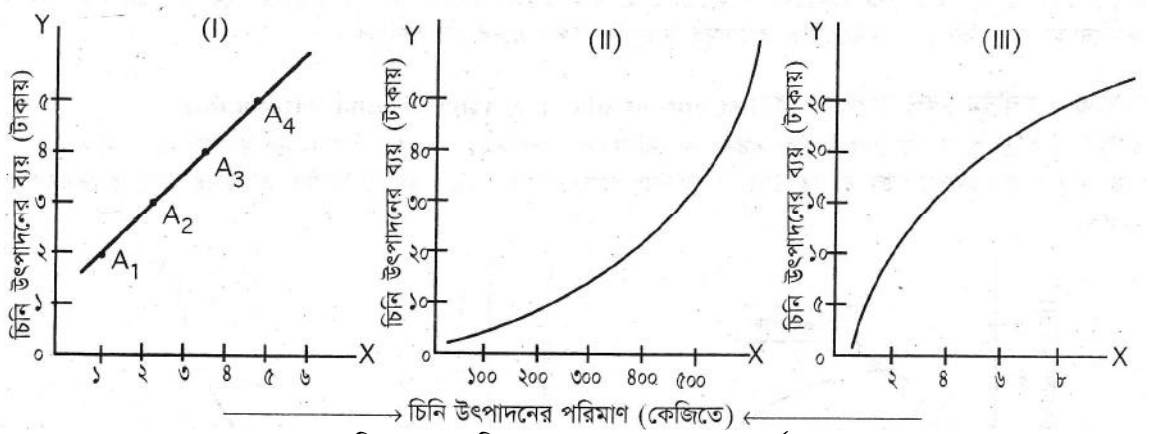

চিত্র ১.২ ঃ দুটি চলকের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক

চিত্র ১.২ এ X ও Y চলক দুটির মধ্যে এমন এক ধরনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে যেখানে Y এর মান বৃদ্ধি পেলে X এর মানও বৃদ্ধি পায় এবং Y এর মান হ্রাস পেলে X এর মান হ্রাস পায়। অর্থাৎ দুটি চলকের মান একই দিকে পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের সম্পর্ককে ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive relationship) বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (direct relationship) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরি, ছক-১ এর Y চলকটি একটি চিনি উৎপাদন ফ্যাক্টরীতে প্রতি কেজি চিনি উৎপাদনে ব্যয়ের (টাকায়) পরিমাণকে নির্দেশ করে। X চলকটি প্রতি মাসে চিনি উৎপাদনের পরিমাণকে (কেজিতে) নির্দেশ করে। চিত্র ১.২-এর (I) অংশে একটি সরলাকৃতির রেখার মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ এবং চিনি উৎপাদনে ব্যয়ের পরিমাণ-এ দুয়ের মধ্যকার ধনাত্মক সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১.২ এর (II) ও (III) অংশে প্রতিটি বক্রাকৃতি রেখার মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ও চিনি উৎপাদনে ব্যয়ের পরিমাণ এ দুয়ের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে। এখানেও প্রতিটি রেখায় দুটি চলকের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

দুটি চলকের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক (Negative Relationship between two variables)

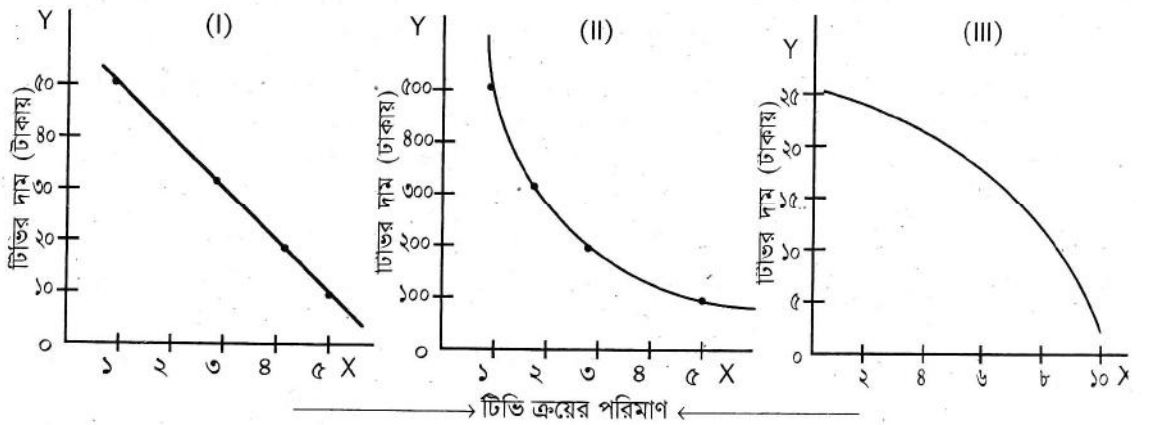

চিত্র ১.৩ ঃ দুটি চলকের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক

চিত্র ১.৩ এ দেখানো হয়েছে কিভাবে দুটি চলকের মান বিপরীত দিকে প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ Y চলকের মান বৃদ্ধিতে X চলকের মান হ্রাস পায় এবং Y এর মান হ্রাস পেলে X এর মান বৃদ্ধি পায়। চলক দুটির মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ককে

ঋণাত্মক সম্পর্ক (Negative relationship) বলা হয়। চিত্র ১.৩ এ Y চলকটি টিভির দাম (টাকায়) ও X চলকটি টিভি ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক চলকগুলোর মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সচরাচর বেশী চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ঃ অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে, যদি টিভির দাম হ্রাস পায় তাহলে টিভি ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিপরীতভাবে টিভির দাম বৃদ্ধি পেলে টিভি ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। চিত্র ১.৩ এর (I) অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যখন টিভির দাম ৫০ টাকা এবং ভোক্তা ১টি টিভি কিনে, টিভির দাম ৪০ টাকা হলে টিভি ক্রয়ের পরিমাণ হয় ২টি। এভাবে দাম আরও কমে যখন ১০ টাকায় নেমে আসে তখন টিভি ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫টি তে উন্নীত হয়। দাম ও ক্রয়ের পরিমাণ-এ দুয়ের মধ্যে বিপরীত বা ঋণাত্মক সম্পর্ককে নিম্নগামী সরলরেখাটির সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১.৩ (I) ও (II) এ প্রতিটি বক্ররেখার সাহায্যে টিভির দাম ও টিভি ক্রয়ের পরিমাণ এ দুয়ের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। চিত্র ১.৩ এ উল্লেখিত রেখাসমূহ নিম্নমুখী। অর্থাৎ এদের ঢাল ঋণাত্মক।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দু সম্পর্কে ধারণা (Concept about Maximum and Minimum)

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চকরণ ও সর্বনিম্নকরণ ধারণাসমূহ বিদ্যমান। যেমন- সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম চেষ্টা করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে এবং সর্বনিম্ন খরচ বজায় রাখতে। চিত্র ১.৪ এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অবস্থাকে দেখানো হয়েছে-

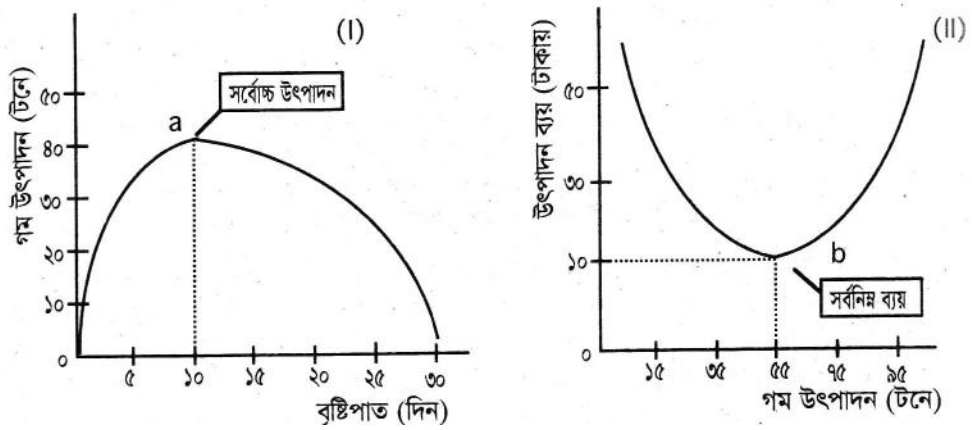

চিত্র ১.৪ ঃ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিন্দু

চিত্র ১.৪ এর (I) অংশে বৃষ্টিপাত ও গম উৎপাদনের পরিমাণ- এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে ভূমি অক্ষে বৃষ্টিপাত ও লম্বঅক্ষে গম উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। যখন কোন বৃষ্টিপাত থাকে না তখন গম উৎপাদিত হয় না। যখন বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায় তখন গমের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাসে ১০ দিনে পৌঁছলে গমের একর প্রতি উৎপাদন সর্বোচ্চ (৪০ টন) হয় (a বিন্দু)। আবার বৃষ্টিপাত মাসে ১০ দিনের বেশী হতে থাকলে গম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে। মাসে প্রতিদিন (৩০ দিন) বৃষ্টি হলে সূর্যের আলোর অভাবে গম উৎপাদন শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছায়। চিত্র ১.৪ (I) এ রেখাটি প্রথমে উর্ধ্বমুখী হয়ে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় এবং পরে নিম্নমুখী হতে থাকে।

চিত্র ১.৪ এর (II) অংশটি উৎপাদন ব্যয় ও গম উৎপাদনের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। এখানে দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক প্রথমে ঋণাত্মক, এক পর্যায়ে সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছে আবার ধনাত্মক হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, গম উৎপাদন ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনের প্রথম দিকে ব্যয় বেশী থাকে কিন্তু উৎপাদন কম হয়। পরবর্তীতে উৎপাদন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ফ্যাক্টরীর ব্যয় কমতে থাকে। এক পর্যায়ে উৎপাদনের পরিমাণ যখন ৫৫ টন তখন ফ্যাক্টরী ব্যয় সর্বনিম্ন অর্থাৎ ১০ টাকা (প্রতি টন) হয়। যা b বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ইহা হচ্ছে দক্ষ উৎপাদন স্তর। এই স্তরের পরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যখন একটি চলক আরেকটি চলকের সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। অনেক সময় চিত্রে দুটি চলককে স্বাধীন দেখানো হয়। চিত্র ১.৫ এ (I) ও (II) অংশে যথাক্রমে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এবং লম্ব অক্ষের সমান্তরাল এ দুটি রেখা দ্বারা X ও Y চলকদ্বয়ের মধ্যে স্বাধীন সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। উভয় চিত্রে একটি চলকের পরিবর্তনে অন্য চলকটি সাড়া দেয় না।

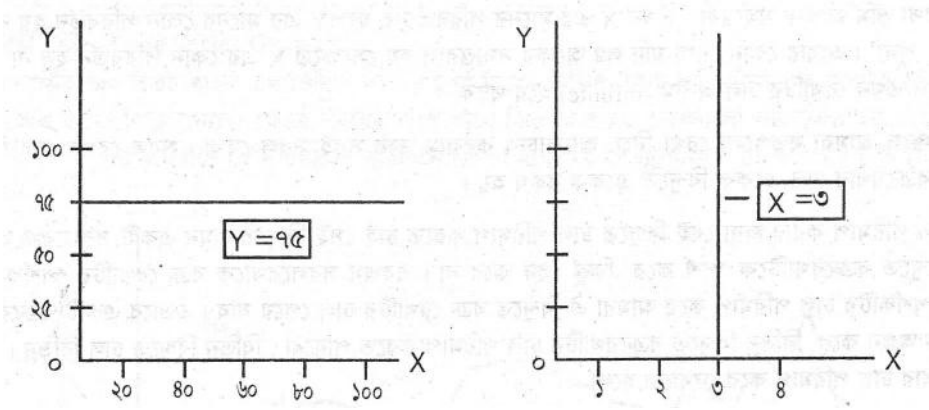

চিত্র ১.৫ ঃ চলকদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কহীনতা

ঢাল ও তার পরিমাপ (Slope and its measurement)

কোন রেখার একটি চলকের মানের উপর অন্য চলকের মানের পরিবর্তনের প্রভাবকে আমরা রেখাটির ঢালের সাহায্যে পরিমাপ করতে পারি। একটি রেখার লম্ব অক্ষে পরিমাপকৃত চলকটির মানের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষের চলকের মানের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করে রেখাটির ঢাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ঢাল = লম্ব দূরত্ব # অনুভূমিক দুরত্ব। পরিবর্তনকে গ্রীক চিহ্ন 'Δ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লম্ব অক্ষে প্রদর্শিত চলককের পরিবর্তনকে ΔY ও ভূমি অক্ষে প্রদর্শিত চলকের পরিবর্তনকে ΔX দ্বারা যদি প্রকাশ করা হয়, তাহলে রেখাটির ঢাল হচ্ছে $\Delta Y/\Delta X$.

যদি লম্ব অক্ষের চলকের পরিবর্তন (ΔY) বেশী হয় এবং ভূমি অক্ষের চলকের পরিবর্তন (ΔX) কম হয় (অর্থাৎ $\Delta Y > \Delta X$ হয়) তাহলে ঢাল বড় হয় এবং রেখাটি বেশী খাড়া (steep) হয়। বিপরীত অবস্থায়, ঢাল ছোট হয় এবং রেখাটি চেপ্টা (flat) হয়ে থাকে।

একটি সরলরেখার সর্বত্র ঢাল একই থাকে। আসুন এবার সরলরেখার ঢাল পরিমাপ করি। চিত্র ১.৬ এর (I) অংশে

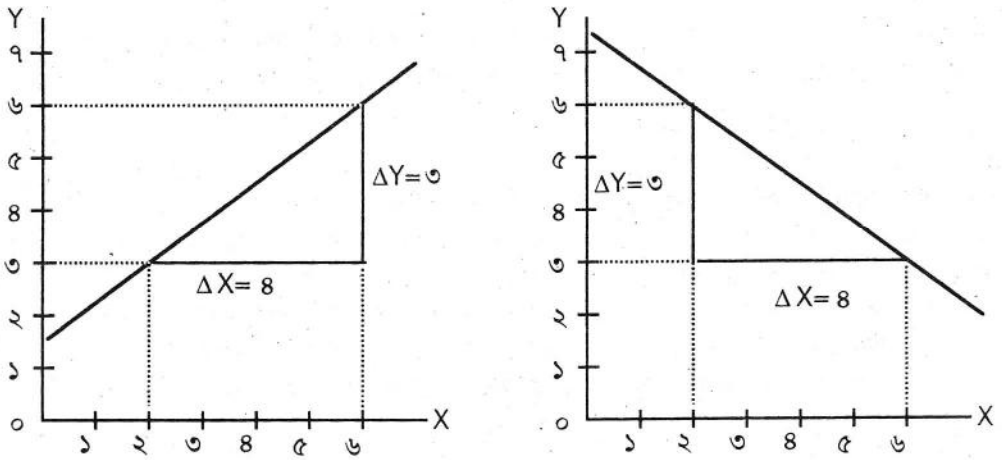

চিত্র ১.৬ ঃ সরলরেখার ঢাল পরিমাপ

X এর মান ২ থেকে ৬ এ বৃদ্ধি পেলে Y এর মান বৃদ্ধি পেয়ে ৩ থেকে ৬ এ উন্নীত হয়। এখানে $\Delta Y = Y_2 - Y_1$ = ৬-৩ =৩ এবং $\Delta X = X_2 - X_1$ = ৬-২ = ৪। সুতরাং রেখাটির ঢাল $\frac{3}{4}$ । চিত্রের (II) অংশে যখন X এর মান ২ থেকে ৬ এ বৃদ্ধি পায় তখন Y এর মান ৬ থেকে ৩ এ হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে রেখাটির ঢাল $-\frac{3}{4}$ । প্রথম রেখাটিতে চলক দুটির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায় রেখাটির ঢাল ধনাত্মক এবং দ্বিতীয় রেখায় চলকদ্বয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকায় রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক।

যখন কোন রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল তখন X এর মানের পরিবর্তনের ফলেY এর মানের কোন পরিবর্তন হয় না। এক্ষেত্রে রেখাটির ঢাল 'শূন্য'। আবার কোন রেখা যদি লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয় সেক্ষেত্রে X এর কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু Y এর পরিবর্তন ঘটে। তখন রেখাটির ঢাল অসীম (infinite) হয়ে থাকে।

উপরের অনুচ্ছেদে আমরা যতগুলো রেখা নিয়ে আলোচনা করলাম তার সবই সরল রেখা। সরল রেখার সব বিন্দুতে ঢাল একই। কিন্তু বক্ররেখার ঢাল একেক বিন্দুতে একেক রকম হয়।

বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করার জন্য যেই বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে চাই সেই বিন্দুতে এমন একটি সরলরেখা আঁকতে হবে যেটি সেই বিন্দুতে বক্ররেখাটিকে স্পর্শ করে, কিন্তু ছেদ করে না। এরকম সরলরেখাকে বক্র রেখাটির স্পর্শক (tangent) বলে। এখন স্পর্শকটির ঢাল পরিমাপ করে আমরা ঐ বিন্দুতে বক্র রেখাটির ঢাল পেয়ে যাব। এভাবে একটি বক্ররেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করে, বিভিন্ন বিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল পরিমাপ করতে পারবো। বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্ন। চিত্র ১.৭ এ একটি বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করে দেখানো হলো-

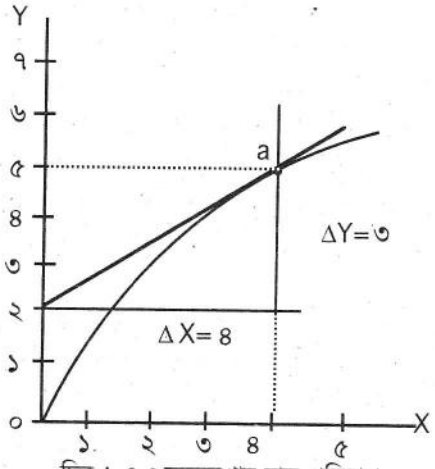

চিত্র ১.৭ ঃ বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ

চিত্রে, a বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা হলো যা শুধু রেখাটির a বিন্দুতে স্পর্শ করে অন্য কোন বিন্দুতে নয়। a বিন্দুতে বক্ররেখার ঢাল ঐ বিন্দুতে স্পর্শক সরলরেখাটির ঢালের সমান। স্পর্শক সরলরেখাটিতে $\Delta Y = ৩$ এবং $\Delta X = ৪$। স্পর্শক সরলরেখাটির ঢাল $\Delta Y/\ \Delta X = \frac{3}{4}$ । অর্থাৎ a বিন্দুতে বক্ররেখার ঢাল $\frac{3}{4}$ ।

এখান আমরা দেখবো বিভিন্ন আকৃতির বক্ররেখার ক্ষেত্রে ঢালের মান কিরূপ হতে পারে। এজন্য আমরা চারটি বক্ররেখা যেগুলো চিত্র ১.২ (II), ১.৩ (II), ১.৪ এর (I) ও (II)-এ দেখানো হয়েছে তা বিবেচনা করবো। চিত্র ১.২ (II) এ বক্ররেখাটি ঋণাত্মক ঢালকে নির্দেশ করে। কিন্তু ১.৪ এর (I) অংশে রেখাটির বাঁ দিকে স্পর্শক আঁকা হলে উর্ধ্বগামী হবে। এ কারণে ঢাল ধনাত্মক। এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিন্দুতে (পাহাড়ের চূড়ার মত দেখতে) স্পর্শক একেবারেই অনুভূমিক হবে অর্থাৎ এই বিন্দুতে রেখাটির ঢাল শূন্য। আবার রেখাটির ডানদিকে স্পর্শক নিম্নগামী। এখানে রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক। একইভাবে ১.৪ এর (II) অংশে প্রথমে রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক, সর্বনিম্ন বিন্দুতে শূন্য এবং সবশেষে রেখাটির ঢাল ধনাত্মক।

অনুশীলন

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে একটি চিত্র আঁকুন এবং x ও y চলক দুটির মধ্যকার সম্পর্ক বের করুন।

X	০	১	২	৩	৪	৫
Y	০	১	৩	৬	১০	১২

১. X ও Y চলক দুটির মধ্যকার সম্পর্ক ধনাত্মক না ঋণাত্মক?

২. যখন X = ২ তখন রেখাটির ঢাল কত?

৩. X এর মান যখন ২ থেকে ৩ হয় তখন রেখাটির ঢাল কত হবে?

৪. X এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে রেখাটির ঢাল বৃদ্ধি পায় না হ্রাস পায়?

টাইম সিরিজ চিত্র (Time Series Graphs)

এই বইয়ের বেশীর ভাগ চিত্রই বাস্তব তথ্যভিত্তিক নয়। এইসব চিত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন চলকের মধ্যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্পর্ককে প্রকাশ করা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে কিভাবে প্রকৃত চলকগুলো পরিবর্তিত হয় তা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সময়ের ব্যবধানে কোন চলকের পরিবর্তন চিত্রের মাধ্যমের দেখানো হলে তাকে বলা হয় টাইম সিরিজ (time series) চিত্র।

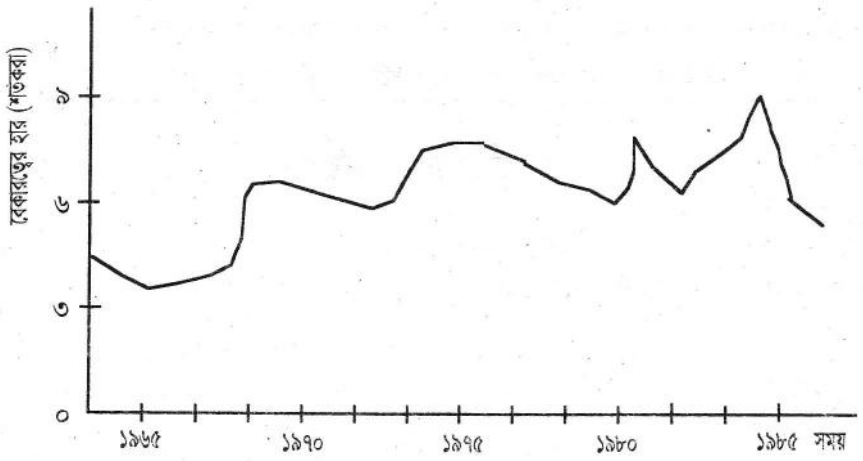

চিত্র ১.৮ ঃ টাইম সিরিজ চিত্র

টাইম সিরিজ চিত্রে ভূমি অক্ষে সময় এবং লম্ব অক্ষে যে চলকের পরিবর্তন দেখতে চাই তা দেখানো হয়। চিত্র ১.৬ এ টাইম সিরিজ চিত্রকে দেখানো হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে সময়ের সাথে সাথে একটি দেশের বেকারত্বের হার উঠানামা করে। বাস্তবে কোন একটি চলকের সময়ের পরিবর্তনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে এ ধরনের চিত্র তা বিশ্লেষণ করে।

তিন চলকের চিত্র (Graph with three variables)

আমরা এতক্ষণ শুধুমাত্র দুটি চলকের মধ্যকার সম্পর্ককে চিত্রে উপস্থাপন করেছি। অর্থনীতিতে একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য চিত্রের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আলোচনা সহজ করার জন্য দুটি চলকের চিত্র বেশী ব্যবহার করি। তবে কখনও কখনও দুটির বেশী চলকের মধ্যে সম্পর্ককে দেখানো প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপঃ আইসক্রীমের ভোগ আইসক্রীমের দাম ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। এখানে আইসক্রীমের ভোগ, দাম ও তাপমাত্রা তিনটি চলক বিদ্যমান। যখন তাপমাত্রা বেশী থাকে (গ্রীষ্মকাল) তখন নির্দিষ্ট দামে মানুষ বেশী পরিমাণ আইসক্রীম কিনে। কিন্তু তাপমাত্রা যদি কম থাকে (শীতকাল) তখন ঠিক একই দামে মানুষ আগের চেয়ে কম পরিমাণ আইসক্রীম কিনে।

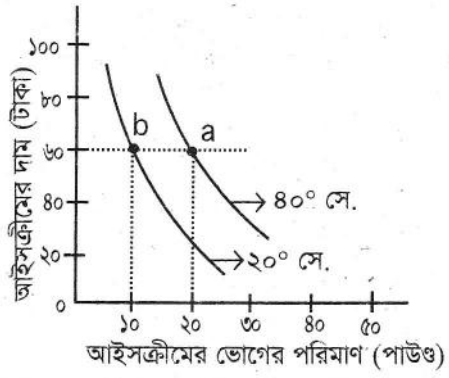

চিত্র ১.৯ ঃ তিন চলকের চিত্র

চিত্র ১.৯ দেখায় আইসক্রীমের দাম ও তাপমাত্রা এ দুয়ের সংমিশ্রণ আইসক্রীম ভোগের উপর কি প্রভাব ফেলে? উপরের রেখাটি দ্বারা ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং নিচের রেখাটি দ্বারা ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে। আইসক্রীমের দাম ৬০ টাকা হলে ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মানুষ ২০ পাউন্ড আইসক্রীম কিনে। যা a বিন্দু দ্বারা

দেখানো হয়েছে। কিন্তু ২০☼ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একই দামে মানুষ ১০ পাউন্ড আইসক্রীম কিনে। এই অবস্থাটি b বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এভাবে আমরা চিত্রের মাধ্যমে তিনটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে পারি। পরবর্তী ইউনিটগুলোতে এই ধরনের চিত্রের আরও দুটি উদাহরণ পাবো। যথা- নিরপেক্ষ রেখা এবং সম উৎপাদন রেখা।

পাঠ-সংক্ষেপ

অর্থনৈতিক মডেলে ব্যবহৃত চলকগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চিত্রের লম্ব অক্ষের চলকের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষের চলকের পরিবর্তন দ্বারা করে কোন একটি রেখার ঢাল পাওয়া যায়। যাকে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। একটি সরলরেখার সর্বত্র ঢাল একই থাকে। কিন্তু বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ঢাল কাকে বলে? সরল ও বক্ররেখার ঢাল কিভাবে পাওয়া যায়?

২। প্রমাণ করুন সরলরেখার সব বিন্দুতে ঢাল একই।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার কেন প্রয়োজন?

২। দুটি চলকের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ককে চিত্রের সাহায্যে দেখান
   (ক) একই দিকে পরিবর্তিত হয়
   (খ) বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়
   (গ) সর্বোচ্চ বিন্দু অবস্থা
   (ঘ) সর্বনিম্ন বিন্দু অবস্থা

৩। ২নং প্রশ্নের কোন সম্পর্কটি ধনাত্মক এবং কোন সম্পর্কটি ঋণাত্মক।

৪। যদি দুয়ের বেশী চলক থাকে তখন তা কিভাবে চিত্রে উপস্থাপন করা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন।

১। চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়
   (ক) একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক (খ) একাধিক রেখার মধ্যে সম্পর্ক
   (গ) শুধুমাত্র দাম (ঘ) শুধুমাত্র চাহিদা

২। সরল রেখার ঢাল
   (ক) সব বিন্দুতে একই থাকে (খ) প্রথমে ধনাত্মক পরে ঋণাত্মক
   (গ) প্রথমে ঋণাত্মক পরে ঋণাত্মক (ঘ) বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন হয়

৩। বক্ররেখার ঢাল
   (ক) সব বিন্দুতে একই রকম হয় (খ) সব সময় ধনাত্মক হয়
   (গ) সবসময় ঋণাত্মক হয় (ঘ) বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন হয়

৪। দুটি চলকের মান একই দিকে পরিবর্তিত হলে তাদের মধ্যে-
   (ক) ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান (খ) ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান
   (গ) কোন সম্পর্ক থাকে না (ঘ) কোনটিই নয়।

সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক সংগঠনের সমস্যাবলী বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুযোগ ব্যয়ের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রতিটি মানব সমাজ হতে পারে শিল্পে উন্নত সমাজ, হতে পারে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি কিংবা বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজ কিন্তু সবাইকে তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিটি সমাজকে অবশ্যই কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে, কিভাবে এসব দ্রব্য উৎপাদিত হবে এবং কার জন্য এসব দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি সমস্যা (Three Problems of Economic Organization)

মানব সমাজের সূচনালগ্নের মতই অর্থনৈতিক সংগঠনের তিনটি মৌলিক প্রশ্ন বা সমস্যা- কি, কিভাবে, কার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানবো।

□ **কি কি দ্রব্য ও কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হবে?** একটি সমাজকে সম্ভাব্য অনেক দ্রব্য ও সেবার প্রতিটি কতটুকু উৎপাদিত হবে এবং কখন সেগুলো উৎপাদিত হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। আমরা কি আমাদের জমিতে ধান উৎপাদন করবো নাকি পাট উৎপাদন করবো? উন্নত জাতের কিন্তু কম পরিমাণে ধান উৎপাদন করবো নাকি কম উন্নত জাতের অথচ পরিমাণে বেশী ধান উৎপাদন করবো? আমাদের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বেশী পরিমাণে ভোগদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার নাকি কম পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য ও বেশী পরিমাণে বিনিয়োগ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করবো? প্রতিটি সমাজকে এ ধরনের প্রশ্নের বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একে আমরা বাছাইয়ের সমস্যাও বলতে পারি। কেননা, সম্ভাব্য অনেক বিকল্প সিদ্ধান্ত থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তকে নির্বাচন করতে হয়।

□ **কিভাবে দ্রব্য উৎপাদিত হবে?** একটি সমাজকে অবশ্যই ঠিক করতে হয় কে উৎপাদন করবে, কি পরিমাণ সম্পদ এবং কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। আমরা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা অথবা সূর্যশক্তি ব্যবহার করতে পারি। প্রতিটি সমাজকে এই সমস্যারও সমাধান করতে হয়। এ ধরনের সমস্যাকে আমরা প্রযুক্তির সমস্যা বলতে পারি।

□ **কার জন্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে?** অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফল কে বেশী ভোগ করবে। আয় বা সম্পদের বণ্টন কি স্বচ্ছ এবং সমান? উচ্চ আয় সম্পন্ন মানুষ বেশী দ্রব্য বা সেবা ভোগ করার সামর্থ্য রাখে এবং নিু আয় সম্পন্ন মানুষ কম দ্রব্য বা সেবা ভোগ করার সামর্থ্য রাখে। বেশীর ভাগ মানুষই কি দরিদ্র এবং স্বল্পসংখ্যক মানুষ ধনী? শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী কিংবা পুঁজিপতি কার বেশী আয় বা সম্পদ রয়েছে? কে ঠিক করে দেয় কার কতটুকু ভোগের অধিকার থাকবে? এ ধরনের সমস্যাকে বণ্টনের সমস্যা বলা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System)

কি, কিভাবে এবং কার জন্য এসব প্রশ্নের উত্তর সমাজ যেন দিতে পারে এজন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা রয়েছে। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। সমাজের মৌলিক সমস্যার সমাধানই হচ্ছে প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাজ। সাধারণত, একটি অর্থনীতিকে সংগঠিত করার জন্য তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করতে পারি। এক প্রান্তে বাজার সব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অন্যপ্রান্তে সরকার সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তৃতীয়টি হচ্ছে এ দুটি অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ। আসুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি দিক নিয়ে একটু আলোচনা করি-

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাজার অর্থনীতি (market economy) বলা যেতে পারে। বাজার অর্থনীতি হচ্ছে এমন এক অর্থনীতি যেখানে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি ব্যক্তি ও ফার্ম তাদের ভোগ ও উৎপাদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থাৎ এখানে ভোক্তা সার্বভৌম। বাজার অর্থনীতিতে যে পণ্য উৎপাদন করলে মুনাফা বেশী হবে, ফার্মসমূহ

সেই পণ্য উৎপাদন করে। এখান থেকে 'কি' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়, যে প্রযুক্তিতে ব্যয় কম হবে বা উৎপাদন লাভজনক হবে তা দিয়েই উৎপাদন করে। এখান থেকে 'কিভাবে' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। সবশেষে, শ্রম ও মালিকানার ভিত্তিতে মজুরী ও সম্পত্তি আয় সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঠিক করেন তিনি কিভাবে তাঁর আয় ব্যবহার করে ভোগ করবেন। এভাবে 'কার জন্য' প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। বাজার অর্থনীতিতে সরকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করে না।

অন্যদিকে নির্দেশ অর্থনীতি (command economy) হচ্ছে এমন এক অর্থনীতি যেখানে উৎপাদন ও বন্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সরকার নিয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর বেশীরভাগ সময়টুকুতে সোভিয়েত ইউনিয়নে এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। নির্দেশ অর্থনীতিতে সরকারই দেশের বেশীরভাগ উৎপাদনের উপকরণ (ভূমি, মূলধন) এর মালিক থাকেন, বেশীরভাগ শিল্প কারখানার স্বত্তাধিকারী থাকেন। একারণে সরকারই এসব শিল্পের কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করে থাকেন। নির্দেশ অর্থনীতিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সমাজের উৎপাদন কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবার মধ্যে বিভক্ত হবে এবং কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ কি উৎপাদিত হবে, কিভাবে উৎপাদিত হবে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাছাড়া এখানে ভোক্তার ভোগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত হয়। নির্দেশ অর্থনীতিতে সরকার তার মালিকানাস্বত্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেশীরভাগ সমাজই (দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সম্পূর্ণভাবে বাজার অর্থনীতি কিংবা নির্দেশ অর্থনীতির আওতায় পড়ে না। বরং সব সমাজেই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (mixed economy) বিদ্যমান। মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের কার্যকারিতা ও সরকারের হস্তক্ষেপ এই দুয়েরই সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এখানে ভোক্তার পছন্দের স্বাধীনতা থাকলেও তা সরকারের বিধি নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদকের উৎপাদনের স্বাধীনতার সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলেও মিশ্র অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া মুনাফা দ্বারা প্ররোচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপানে বাজার অর্থনীতি বজায় থাকলেও সেখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা রয়েছে, আবার আশির দশকের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন এবং চীনে ব্যাপক সংস্কারনীতি গ্রহণের পর থেকে সেই সব দেশেও বাজারের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য (Inputs and Outputs)

এতক্ষণ আমরা যে তিনটি সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রতিটি সমাজকে অর্থনীতির উপকরণ ও উৎপাদন এর ক্ষেত্রে বাছাই (choice) করতে হবে। যে সকল দ্রব্য বা সেবা অন্য দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে উপকরণ বলা হয়। আর উৎপাদিত দ্রব্য হচ্ছে সেসব দ্রব্য বা সেবা যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং ভোগের জন্য বা ভবিষ্যত উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: আইসক্রীম তৈরীতে ব্যবহৃত দুধ, চিনি, পানি, সুগন্ধি এসবই হচ্ছে উপকরণ, আর আইসক্রীম হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্য।

উপকরণকে আমরা উৎপাদনের উপকরণ (factor of production) ও বলতে পারি। উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে অর্থনীতির উৎপাদনশীল সম্পদ। ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

ভূমি ঃ ভূমি হচ্ছে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যা দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। চাষের জমি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, আকরিক লোহা, বালি এসবই হচ্ছে ভূমি।

শ্রম ঃ শ্রম হচ্ছে সময় ও শক্তি যা মানুষ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত করে। ইহা শিল্প অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

পুঁজি ঃ পুঁজি হচ্ছে সকল যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ট্রাক্টর, ঘরবাড়ি, হাতুড়ি যা অন্য দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহ পুঁজি।

তবে এই তিনটি উপকরণ পৃথক পৃথক ভাবে কোন উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। সাংগঠনিক ক্ষমতা হচ্ছে বিশেষ ধরনের মানব সম্পদ যা এই তিনটি উপকরণকে সংগঠিত করে, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করে। ইহাকে সংগঠন বা উদ্যোগ বলা হয়।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, আমাদের সম্পদ সীমিত। এজন্য আমাদেরকে অসীম অভাবের মধ্যে বাছাই করতে হয়। এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হয় আমরা কিভাবে আমাদের সীমিত আয় ও সময়কে ব্যবহার করবো। যেহেতু সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা

রয়েছে সেহেতু কোন একটি দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কিছু ত্যাগ করতে হয়। এ কারণে আমাদের অনেক অভাব পূরণ হয় আবার অনেক অভাব অপূর্ণই থেকে যায়।

একজন ভোক্তা বাজারে গিয়ে চিন্তা করতে পারেন, তিনি খাদ্য কিনবেন নাকি কাপড়-চোপড় কিনবেন নাকি বই কিনবেন, অর্থাৎ অনেকগুলে বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে থাকেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি বাছাই করলে অন্য একটি বিকল্প ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগ করা বিকল্পটিকে গৃহীত বাছাইয়ের সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost) বলা হয়। অর্থাৎ ভোক্তা যদি খাদ্য কিনে থাকেন তাহলে এই খাদ্যের সুযোগ ব্যয় হতে পারে কাপড়-চোপড়, বই, প্রসাধনী বা অন্য কিছু। বাছাই ও সুযোগ ব্যয়ের ধারণাকে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়।

উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা (Production Possibility Frontier, PPF)

ধরি, একটি অর্থনীতিতে দুটি দ্রব্য উৎপাদিত হয়- কৃষিজাত দ্রব্য (পাট) এবং শিল্পজাত দ্রব্য (বস্ত্র)। এই দুটি দ্রব্য উৎপাদনে অর্থনীতিতে বিদ্যমান উৎপাদনের সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা দেশটির পাট ও বস্ত্র উৎপাদনের সুযোগ বা সম্ভাবনা কতটুকু তা দেখবো। উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা বা রেখার মাধ্যমে দুটো দ্রব্যের সম্ভাব্য উৎপাদন সংমিশ্রণকে প্রকাশ করা যায়।

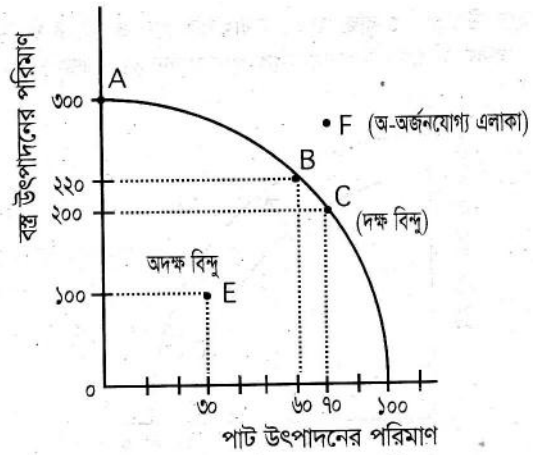

চিত্র ১.১০ ঃ উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা

চিত্র ১.১০ এ ভূমি অক্ষে পাট এবং লম্ব অক্ষে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। যদি অর্থনীতিতে বিদ্যমান সকল সম্পদ শুধুমাত্র বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাহলে ৩০০ একক বস্ত্র উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে পাটের উৎপাদন শূণ্য হয়। ইহাকে A বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। আর যদি সকল সম্পদ শুধুমাত্র পাট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাহলে ১০০ একক পাট এবং '০' একক বস্ত্র উৎপাদিত হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার শেষ সীমা বা প্রান্ত দ্রব্য দুটি উৎপাদনের চূড়ান্ত সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ ১০০ একক পাট উৎপাদনের জন্য ৩০০ একক বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ১০০ একক পাটের সুযোগ ব্যয় ৩০০ একক বস্ত্র এবং একইভাবে ৩০০ একক বস্ত্রের সুযোগ ব্যয় ১০০ একক পাট। অর্থনীতিতে বিদ্যমান সকল সম্পদ বস্ত্র ও পাট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা বিভিন্ন সংমিশ্রণ পাই। চিত্রে দুটি সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে। B বিন্দুতে দেশটি ২২০ একক বস্ত্র ও ৬০ একক পাট এবং C বিন্দুতে ২০০ একক বস্ত্র ও ৭০ একক পাট উৎপাদন করে। B থেকে C বিন্দুতে দেশটি অতিরিক্ত (৭০-৬০) = ১০ একক পাট উৎপাদনের জন্য (২২০-২০০)=২০ একক বস্ত্র ত্যাগ করে থাকে অর্থাৎ পাট উৎপাদন ১০ একক বাড়ানোর সুযোগ ব্যয় হচ্ছে ২০ একক বস্ত্র উৎপাদন। A, B, C ও D এই বিন্দুগুলো যোগ করে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা পাই। সুতরাং উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা বা রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যা অর্থনীতিতে বিদ্যমান সকল উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদিত দুটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিকল্প সংমিশ্রণসমূহ দেখায়।

উৎপাদন দক্ষভাবে হচ্ছে তখনই বলা যায় যখন একটি অর্থনীতিতে বিদ্যমান সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরস্থিত সকল বিন্দু দক্ষ উৎপাদন স্তরকে নির্দেশ করে। যখন অর্থনীতি B বিন্দুতে অবস্থান করে তখন অন্য একটি দ্রব্যের উৎপাদন না কমিয়ে কোনভাবেই একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় না। চিত্রে, E বিন্দু অদক্ষ উৎপাদনকে নির্দেশ করে। এখানে অর্থনীতিতে বিদ্যমান সম্পদগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে না। উৎপাদন সম্ভাবনা

রেখার নীচের সমস্ত এলাকাটি E বিন্দুর মতো অদক্ষতাকে নির্দেশ করে। এখান থেকে অন্য একটি দ্রব্যের উৎপাদন না কমিয়েও একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আবার, অর্থনীতিতে বিদ্যমান সকল সম্পদ ব্যবহার করে এই অর্থনীতির পক্ষে F বিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কেননা, এই বিন্দুতে কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য উভয়েরই উৎপাদন বাড়াতে হয়, যা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার উপরের দিকে এলাকাটি অ-অর্জনযোগ্য এলাকা। এভাবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার মাধ্যমে দক্ষতা ও সুযোগ ব্যয় ধারণাটি প্রকাশ করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা (Economic Growith and PPF)

বছরের পর বছর, অর্থনৈতিক সম্পদের যোগানের প্রাপ্যতা, সম্পদের গুণমত মানের উৎকর্ষতা এবং উন্নত প্রযুক্তি সমাজের উৎপাদন সম্ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনার সম্প্রসারণই হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (economic growth)। যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে তখন উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। ইহার অর্থ হচ্ছে, অর্থনীতি তখন সব দ্রব্য বেশী উৎপাদন করে। এখানে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তিনটি উৎস বিবেচনা করবো।

(i) অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি

(ii) অর্থনৈতিক সম্পদের গুণগত মনের উৎকর্ষতা

(iii) প্রযুক্তির উন্নয়ন।

সম্পদের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যদি শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে উৎপাদনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তখন উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। চিত্র ১.১১ এ তা দেখানো হলো-

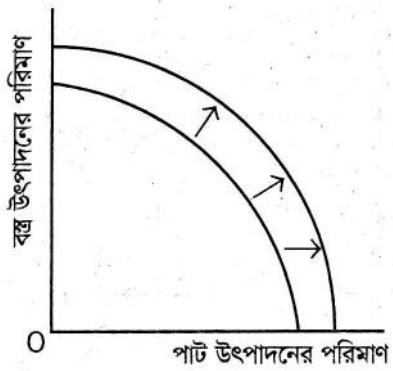

চিত্র ১.১১ ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা

চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে দুটি দ্রব্যের যেসব সমন্বয়সমূহ উৎপাদন অসম্ভব ছিল তা এখন সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাপ্যতার বৃদ্ধিতে আমরা যে নতুন উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা পাই, ততে পাট ও বস্ত্র উভয়ের উৎপাদনই বৃদ্ধি পায়।

শ্রমশক্তির দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ঘটিয়ে যেকোন উপকরণ সংমিশ্রণের চেয়ে বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়। নতুন যন্ত্রপাতির দ্বারা যেভাবে প্রচুর কাজ করা যায়, দ্রুত কাজ সম্পন্ন হয় ও সঠিকভাবে কাজ হয়ে থাকে মানসম্পন্ন পুঁজিও ঠিক একইভাবে কাজ করে থাকে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র ১.১১)।

আবার, পুঁজির মানের উৎকর্ষতা উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে। উপকরণের মানের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির মতো প্রযুক্তির উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ঃ বস্ত্র শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটলে অর্থাৎ নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটলে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ঠিক তেমনি কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে পাটের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিকেও আমরা চিত্র ১.১১ উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা উপরের দিকে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

এভাবে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা দুষ্প্রাপ্যতা, দক্ষতা, সুযোগ ব্যয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতো অর্থনীতির জটিল ধারণাগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করে।

অনুশীলন

একটি অর্থনীতির পুরো সম্পদ খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এর ভিত্তিতে একটি কাল্পনিক ছক তৈরী করুন এবং এটি ব্যবহার করে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানা আঁকুন। এতে দক্ষ, অদক্ষ এবং অসম্ভব এলাকা চিহ্নিত করুন। যদি ঐ অর্থনীতিতে আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তাহলে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

প্রতিটি সমাজকে অবশ্যই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের তথা কি, কিভাবে এবং কার জন্য উত্তর দিতে হয়। সমাজ এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভাবে দিয়ে থাকে। আজকের দিনে অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নির্দেশ অর্থনীতি ও বাজার অর্থনীতি। নির্দেশ অর্থনীতি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর বাজার অর্থনীতি ভোক্তা ও বেসরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে বেশীরভাগ সমাজেই নির্দেশ ও বাজার অর্থনীতির বিভিন্ন সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এসব সমাজ মিশ্র অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রৈচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক সংগঠনের সমস্যাবলী কি? আলোচনা করুন।
২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি দিক আলোচনা করুন।
৩। উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার মাধ্যমে দক্ষতা ও সুযোগ ব্যয় ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন।
৪। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলে উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সুযোগ ব্যয় কি?
২। উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি?
৩। উৎপাদনের উপকরণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪। উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ এলাকা চিহ্নিত করুন।

নর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাজার অর্থনীতি-
(ক) সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (খ) বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
(গ) বাজার ও সরকার দুটো দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত (ঘ) কোনটিই নয়।

২। বাজার ও সরকার এ দুয়ের ভূমিকা দেখা দেয়-
(ক) মিশ্র অর্থনীতিতে (খ) নির্দেশ অর্থনীতিতে
(গ) বাজার অর্থনীতিতে (ঘ) উপরের সবগুলো।

৩। নীচের কোনটি ভূমি নয়-
(ক) চাষের জমি (খ) বালি
(গ) প্রাকৃতিক গ্যাস (ঘ) চিনি

৪। উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার বাইরের এলাকাটি-
(ক) অদক্ষ (খ) দক্ষ
(গ) অ-অর্জনযোগ্য (ঘ) কোনটিই নয়।

বাজার অর্থনীতিএবং অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাজার অর্থনীতি কি বলতে পারবেন
- বাজার ব্যবস্থা কিভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাজার অর্থনীতিতে কি, কিভাবে ও কার জন্য এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান কে করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আপনারা বিস্মিত হবেন এই জেনে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকার এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে থাকে না। আবার অর্থনীতিই তিনটি সমস্যার সমাধান করে থাকে।

বাজার ও বাজারের কর্মকাণ্ড (Market & Activities of Market)

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে দ্রব্য সামগ্রী বা সেবা বেচাকেনা হয়। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার মিলনস্থলই হচ্ছে বাজার। যেমন- কারওয়ান বাজার, কাপ্তান বাজার, নয়াবাজার, নিউ মার্কেট। কিন্তু আধূনিক অর্থনীতিতে বাজারের অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটের কল্যাণে প্রযুক্তিগতভাবে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ধরনের বাজারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে মোবাইলফোনের মাধ্যমে বাজার ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেমন- গ্রামীণ ফোনের সেল বাজার এর কথা বলতে পারি।

সুতরাং বাজার হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা মধ্যে যোগাযোগ ঘটে, দ্রব্য বা সেবার আদান প্রদান হয়ে থাকে ও তাদের দাম নির্ধারিত হয়।

বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিসের দাম থাকে। অর্থের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য প্রকাশই হচ্ছে দ্রব্যের দাম। অর্থাৎ দাম হচ্ছে এমন একটি টার্ম (term) যা মানুষ বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে দ্রব্য বিনিময় করে তা প্রকাশ করে। দাম ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। যেমন- যদি ক্রেতা কোন দ্রব্য বেশী কিনতে চায় তখন বিক্রেতা ঐ দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। তখন দাম বৃদ্ধির এই বার্তা উৎপাদকদের মাঝে এই ইঙ্গিত বহন করে যে দ্রব্যটির বেশী যোগান প্রয়োজন এবং উৎপাদকরা তখন দ্রব্যটির উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। আবার যদি কোন কারণে ক্রেতারা কোন দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তখন দোকানগুলোতে ঐ দ্রব্যের মজুত পড়ে থাকে। এ অবস্থায় বিক্রি করার আশায় বিক্রেতারা ঐ দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয় এবং এতে উৎপাদকরা ঐ দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

ভোগ্যদ্রব্যের মতো উৎপাদনের উপকরণগুলোর (যেমন- ভূমি ও শ্রম) ক্ষেত্রেও দাম ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরকে একই ইঙ্গিত পাঠায়। যদি বাইরের দেশে আমাদের দেশের উৎপাদিত গার্মেন্টস পোশাকের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে গার্মেন্টস কর্মীদের ঘন্টাপ্রতি মজুরী বৃদ্ধি পাবে। আর মজুরী যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই গার্মেন্টস শিল্পের প্রতি শ্রমিকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। দাম ভোগ ও উৎপাদকের সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বেশী দাম একদিকে ভোক্তার ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে উৎপাদককে বেশী উৎপাদনে উৎসাহিত করে। আবার, কম দাম বেশী পরিমাণ ভোগকে উৎসাহিত করে এবং বেশী উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে। এভাবে দাম বাজার ব্যবস্থার ভারসাম্য সকল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থাকে প্রকাশ করে। বাজার ব্যবস্থা যুগৎপৎভাবে ভারসাম্য দাম এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে বাজার অর্থনীতি হচ্ছে একটি বৃহৎ প্রক্রিয়া যা দাম ও বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ, মানুষের কর্মকাণ্ড ও ব্যবসার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বাজার অর্থনীতিতে কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন, ভোগ, বন্টন বা দাম প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী থাকে না। বাজার ব্যবস্থা সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে থাকে। এই স্বয়ংক্রিয় অবস্থাকে এডামস্মীথ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The wealth of Nations' এ অদৃশ্য হাতের (invisible hand) এর সাথে তুলনা করেছেন। সকল উৎপাদক ও ভোক্তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অদৃশ্য হতে ভূমিকা পালন করে।

বাজার ও মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান (Market & Solution of Basic Economic Problem)

আমরা একটু আগে দেখেছি কিভাবে দাম ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে। প্রতিটি বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার (বা চাহিদা ও যোগানের) মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখার মাধ্যমে বাজার অর্থনীতি তিনটি মৌলিক সমস্যার কি। কিভাবে এবং কার জন্য সমাধান করে থাকে। এখানে বাজার ভারসাম্যের একটি রূপরেখা দেয়া হলো ঃ

১। **কি কি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত হবে** এ প্রশ্নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সেই দ্রব্য বেশী উৎপাদন করে যেসব দ্রব্য বিক্রি করে বেশী মুনাফা লাভ করে। মুনাফা হচ্ছে নীট আয়। অর্থাৎ মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ও মোট ব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে মুনাফা। সুতরাং দ্রব্যের ও উপাদানের দামের প্রতি খেয়াল রেখে মুনাফার হিসাব করেই উৎপাদনকরা ঠিক করে সে কি কি দ্রব্য উৎপাদন করবে।

২। **কিভাবে দ্রব্য উৎপাদিত হবে** তা নির্ধারিত হয় বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে উৎপাদকরা দাম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য দক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করবে। এতে মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষ প্রযুক্তি টিকে থাকবে এবং অদক্ষ প্রযুক্তি লোপ পাবে। এতে কিভাবে সমস্যাটির সমাধান পাওয়া যায়।

৩। **কার জন্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে** কারা ভোগ করবে এবং কতটুকু ভোগ করবে তা নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদান বাজারের চাহিদা ও যোগানের উপর। উপাদান বাজার মজুরী, খাজনা, সুদের হার ও মুনাফা নির্ধারণ করে। এ সবই হচ্ছে উপাদান দাম (factor price)। এই উপাদান দাম হচ্ছে শ্রমিক, ভূমির মালিক, পুঁজির মালিক ও উদ্যোক্তার আয়। আর উপাদান থেকে প্রাপ্ত আয়গুলো যোগ করে জনগণের বাজার আয় পেয়ে থাকি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনগণের মধ্যে আয়ের বণ্টন নির্ধারিত হচ্ছে উপাদানের পরিমাণ ও দাম দ্বারা।

দাম ও বাজারের এই ক্রিয়াকে চিত্র ১.১২ এ চক্রাকার প্রবাহের মাধ্যমে দেখাতে পারি।

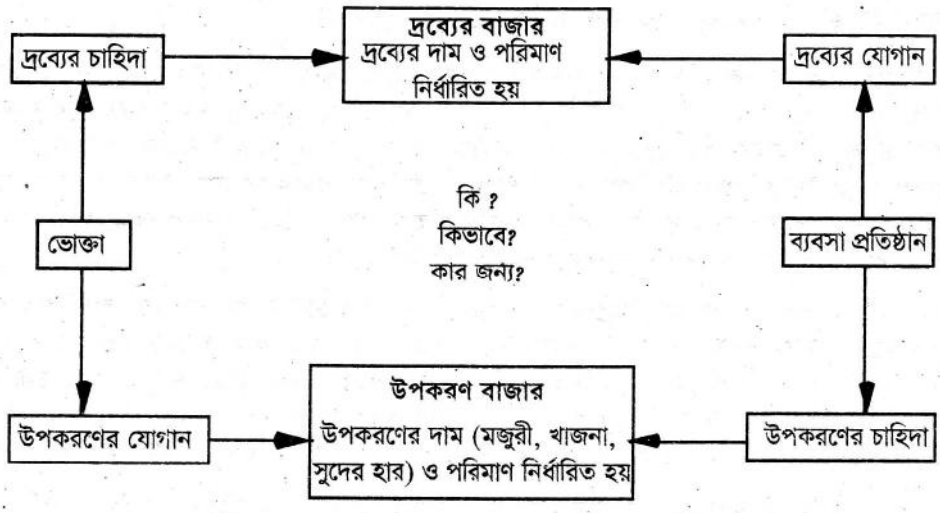

চিত্র ১.১২ ঃ চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে বাজারের ক্রিয়া

চিত্র ১.১২ দেখায় কিভাবে ভোক্তা ও উৎপাদকের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উপকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য উভয়েরই দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এখানে দুটি বাজার দেখানো হয়েছে। উপরের বাজারটি দ্রব্যের বাজার। তা হতে পারে খাদ্য, বস্ত্র, প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদির বাজার। আর নীচের বাজারটি হচ্ছে উপকরণ বাজার যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়। ব্যবসা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রব্য বিক্রয় করে এবং উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করে। ভোক্তারা শ্রমসহ অন্যান্য উপকরণ বিক্রয় করে সেই বিক্রয়লব্ধ আয় দিয়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রব্য কিনে। অন্যদিকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিক ও সম্পত্তির খরচের উপর ভিত্তি করে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে। ভোক্তার চাহিদা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের যোগান এর সমতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম এবং ভোক্তার যোগান এর সাথে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার সমতার মাধ্যমে উপকরণের দাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং চিত্র ১.১২ এর মাধ্যমে আমরা দেখলাম কিভাবে বাজার মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো (কি, কিভাবে, কার জন্য) সমাধান করে থাকে।

সরকারের অথনীতিতে ভূমিকা (The Role of Government in Economics)

আদর্শ বাজার অর্থনীতিতে সব দ্রব্য ও সেবা বাজার দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এ ধরনের বাজার ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমাজে প্রাপ্তব্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুফল বের হয়ে আসে। কিন্তু বাস্তবে কোন অর্থনীতিই 'অদৃশ হাত' এর কারসাজিতে মসৃণভাবে অগ্রসর হয় না, বরং প্রতিটি বাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণতা, যেমনঃ অতিরিক্ত দুষণ, বেকারত্ব এবং অতিরিক্ত সম্পদ ও দারিদ্র্যতা ইত্যাদি দেখা যায়।

এসব কারণেই কোন সরকারের পক্ষে হাত গুটিয়ে রাখার সম্ভব নয়। আধুনিক অর্থনীতিতে, বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে সরকারকে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হয়। আবার, বাজার অর্থনীতিতে সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকাও রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ঃ দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা আনয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা।

১। **দক্ষতা** (Efficiency) ঃ বাজার ব্যবস্থার অকৃতকার্যকরতার ফলে অদক্ষতা দেখা যায়। তখন সরকারকে এই অদক্ষতা দূরীকরণে এগিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি, বাহ্যিকতার লাগাম টেনে ধরে এবং সামাজিক দ্রব্য (public goods) সরবরাহের মাধ্যমে সরকার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

দক্ষ বাজার ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতির অন্যতম কারণ হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ বাজারে যদি বড় কোন প্রতিষ্ঠান বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতা এত বেশী থাকে যে, বিক্রেতা এককভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমরা এখন দেখবো, অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে কি ঘটে? যদি একজন বিক্রেতা থাকে। তাহলে সে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে দ্রব্যের দাম অনেক বেশী রাখে। দাম বেশী থাকায় ভোক্তা দ্রব্যটি কম কিনে এবং এতে উৎপাদনও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হয়। যা অর্থনীতির দক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। দক্ষ স্তরের চেয়ে উৎপাদন কম হওয়ার অর্থনীতি উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানার নীচে অবস্থান করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাজারে 'অদৃশ্য হাত' এর কার্যক্রম অকেজো হয়ে পড়ে।

আধুনিক অর্থনীতিতে, সরকার একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার একচেটিয়ার দাম ও মুনাফাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমনঃ আমাদের দেশে সরকার পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এর দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাছাড়া সরকার একচেটিয়া বিরোধী আইন (Anti trust law) এর মাধ্যমে দাম নির্ধারণ ও বাজার বিভাজন কে নিষিদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ গুটিকয়েক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান চুক্তি করে দাম নির্ধারণ করলে বা বাজারকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসলে সরকার উপরোক্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। সুতরাং সরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতাকে রোধ করা। এজন্য সরকার দেশীয় বা দেশের বাইরের প্রতিযোগীদের জন্য বাজারকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

অকৃতকার্যতার দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হচ্ছে বাহ্যিকতা (Externalities) যদি কেউ সরিষা চাষ করে তখন তার আশেপাশের কেউ মৌমাছি পালনের মাধ্যমে সরিষা মধু আহরণ করতে পারে। এজন্য মধু আহরণ কারীকে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। আবার সরিষা চাষীরও কোন ক্ষতি হয় না, এটি হচ্ছে ধনাত্মক বাহ্যিকতা। আবার ইটের ভাটি এলাকায় চুল্লী হতে নির্গত ধোঁয়া ইটের ভাটির আশেপাশের এলাকার পরিবেশ দূষণ করে। এজন্য ইটের ভাটির মালিক ভুক্তভোগীকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয় না। এটি একটি ঋণাত্মক বাহ্যিকতা। উভয় ক্ষেত্রেই মূল্য পরিশোধ ছাড়া কিছু সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারকে ঋণাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশের মত ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, শক্তি, শিল্পকারখানার উৎপাদন যত বেশী বৃদ্ধি পাবে ঋণাত্মক বাহ্যিকতার প্রভাব বিস্মৃত হবে। এজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বায়ু ও পানি দূষণ, বনজ সম্পদ ধ্বংস, অনিরাপদ ড্রাগ, এসব কারণে সৃষ্ট বাহ্যিকতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

আরেকটি কারণে বাজার অদক্ষ হতে পারে। সেটি হচ্ছে সামাজিক দ্রব্য (public goods)। সামাজিক দ্রব্য হচ্ছে সেইসব দ্রব্য যা সবাই ভোগ করতে পারে। কেউই ইহার ভোগ থেকে বাদ যাবে না। সামাজিক দ্রব্যের উদাহরণ হিসাবে আমরা গণমাধ্যম, ব্রীজ, কালভার্ট, গণশিক্ষা, সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদির কথা বলতে পারি। বাজার ব্যবস্থায় এসব সামাজিক দ্রব্যের ব্যক্তি মালিকানা পাওয়া দুস্কর। অর্থাৎ সামাজিক দ্রব্যের উৎপাদক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সরকারকে এজন্য সামাজিক দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী হতে হবে।

২। বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা আয়ন (Equity) ঃ বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা। একটি দক্ষ অর্থনীতি, যে অর্থনীতি সবসময় উৎপাদন সম্ভাবনা সীমানায় অবস্থান করে, সামাজিক বা ব্যক্তিগত দ্রব্যের সঠিক অনুপাত বাছাই করে এমনকি বাজার ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করে সেই অর্থনীতিতে সমতা নাও থাকতে পারে। অর্থনৈতিক দক্ষতা মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষেত্রে উচ্চ আয় এবং বেশীরভাগ জনগণের জন্য নিু আয় বয়ে আনতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অসমতা দেখা যায়। যা নৈতিক বা রাজনৈতিক কোনভাবেই কাম্য নয়। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থায় সবসময় একটি সুষ্ঠ বা স্বচ্ছ আয় বন্টন নাও থাকতে পারে। আর বৈষম্য দূরীকরণে সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, সরকার প্রগতিশীল কর আরোপ (progressive taxation) করতে পারে। এই ব্যবস্থায় উচ্চ আয়ের উপর বেশী হারে এবং নিু আয়ের উপর কম হারে কর বসানো হয়। তাছাড়া সরকার বৃদ্ধ, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, বেকার জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, সবশেষে বলা যায়, সরকার মাঝে মাঝে খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, গৃহায়ন ইত্যাদিতে ভর্তুকি দিয়ে বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করতে পারে।

৩। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা (Macroceonomic growth and stability) ঃ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতির শুরু থেকেই মাঝে মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি (inflatio) ও বেকারত্ব (unemployment) উর্ধ্বগতি দেখা গেছে। উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার কথা বলা যেতে পারে। অর্থনীতির এই উত্থাপতনকে বাণিজ্য চক্র (business cycle) বলা হয়। অর্থনীতিবিদ জে. এম. কেইনস এর বিখ্যাত বই 'The General Theory of Employment, Interest and Money' থেকে কেইনস পরবর্তী অর্থনীতিবিদ এবং সরকারী নীতি নির্ধায়করা জানে কিভাবে বাণিজ্য চক্রের মন্দাদিকটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকার দুধরনের নীতি প্রয়োগ করতে পারে রাজস্বনীতি (fiscal policy) এবং মুদ্রানীতি (monetary policy)। রাজস্বনীতির মাধ্যমে সরকার কর আরোপ ও ব্যয় করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। আর মুদ্রানীতির মাধ্যমে মুদ্রার যোগান ও সুদের হার নির্ধারণ করে। সামষ্টিক অর্থনীতির এ দুটি নীতি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতির মোট ব্যয়, প্রবৃদ্ধির হার, উৎপাদন স্তর, বেকারত্বের হার, দামস্তর ও মুদ্রাস্ফীতির হারকে প্রভাবিত করে। শিল্প উন্নত দেশগুলোতে সরকার এ দুটি নীতি সফলভাবে প্রয়োগ করে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

সাধারণত অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থা বেশীরভাগ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বাজার ব্যবস্থা তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কি, কিভাবে ও কার জন্য এর সমাধান করে থাকে। যদিও দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন ও বণ্টনে বাজার ব্যবস্থার ভূমিকা প্রশংসনীয় তথাপি মাঝে মধ্যে বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা দূরকরণে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক অর্থনীতিতে সরকার দক্ষতা নিশ্চিতকরণ, আয় বণ্টনে স্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাজারের সংজ্ঞা লিখুন।
২। বাজারের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিন।
৩। বাজার অর্থনীতি কি?
৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতা কি?
৫। একচেটিয়া ক্ষমতা বলতে কি বোঝেন?
৬। বাহ্যিকতা কি? এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কি?
৭। একচেটিয়া বিরোধী আইনের প্রয়োগ কখন ঘটে?
৮। দাম ও বাজারের চক্রাকার প্রবাহটি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাজার অর্থনীতি কিভাবে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে থাকে। বিশ্লেষণ করুন।
২। দক্ষতা নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩। অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ কেন প্রয়োজন? এক্ষেত্রে সরকার কি কি ভূমিকা পালন করে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে-
(ক) আয় (খ) দাম
(গ) মুনাফা (ঘ) কোনটিই নয়।

২। বাজার হচ্ছে-
(ক) দোকান (খ) স্থান
(গ) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ (ঘ) উপরের সবগুলো।

৩। মৌলিক সমস্যার সমাধান করে-
(ক) সরকার (খ) রাষ্ট্র
(গ) বাজার অর্থনীতি (ঘ) কোনটিই নয়

৪। মূল্য পরিশোধ ছাড়াই যখন লেনদেন ঘটে তাকে বলে-
(ক) সামাজিক দ্রব্য (খ) ব্যক্তিগত দ্রব্য
(গ) মুক্ত দ্রব্য (ঘ) বাহ্যিকতা

৫। আয় বৈষম্য দূরীকরণে কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ-
(ক) সরকার (খ) বাজার
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) উপরের সবগুলো

উত্তরমালা

পাঠ-১ ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ঘ	
পাঠ-২ ঃ	১। ক	২। ক	৩। ঘ	৪। খ	
পাঠ-৩ ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। গ	
পাঠ-৪ ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। গ	৫। ক